ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
রাজস্ব বিভাগ
www.dncc.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে ভূয়া/জাল রশিদ ব্যবহার এবং তঞ্চকতার মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ সেলিম রেজা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	:	নগর ভবন, লেভেল-৬, গুলশান, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	:	০৮/০৮/২০২৩খ্রি., বিকাল ০১.০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগের সকল কার্যক্রম অটোমেশনে আদায়ের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নগরবাসী ঘরে বসে তাদের কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে যা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে। অটোমেশন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌছানোই ডিএনসিসির লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য। আমাদের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ অঞ্চলের কর কর্মকতাগণ যতদ্রুত এ বিষয়টির সাথে আন্তরিক ও সততার সাথে আরও সম্পৃক্ত হবেন তত দ্রুত এর সুফল জনগন পাবেন। জনগণ যাতে কোন রকম ভোগান্তিতে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের অনুরোধ জানান। অত:পর তিনি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাক সভার আলোচনার বিষয়বস্তু সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.০০ এ পর্যায়ে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, আ.ন.ম তরিকুল ইসলাম বলেন, হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম ও তঞ্চকতার মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে পূর্বে নথিতে উপস্থাপন করা হলে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু তদন্ত কমিটি এখনো কোনো রিপোর্ট প্রেরণ করেননি। শুধুমাত্র সময়ক্ষেপণ হচ্ছে, আর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে আরও ৮/১০টা অভিযোগ দাখিল করা হলে এবং ভূক্তভোগীরা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট এসে সমাধান চাইলে তিনি তাদেরকে নিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের অফিস কক্ষে যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভূক্তভোগীদের বক্তব্য শুনেন এবং আশু সমাধানের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে আজকের সভা আহ্বানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতপরঃ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কয়েকজন সম্মানিত করদাতা এবং তঞ্চকতার মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নের বিষয়ে ভূক্তভোগীর অভিযোগ সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান।

৩.০০ এ পর্যায়ে জনাব মোঃ মারুফ হোসেন (অঞ্চল-২ এর একজন সম্মানিত করদাতা) জানান, গত ২২/০১/২০২৩ তারিখে ডাচ বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪২,০০৭/- টাকা পরিশোধ করেন। গত ১১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ট্যাক্স জমা দিতে এসে দেখা যায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের টাকা বকেয়া রয়েছে। এর পর ২১৫ নং রুমে যোগাযোগ করলে তারা জানায় আপনাদেরকে ভূয়া রিসিট প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি তিনি অঞ্চল-২ এর কর কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে ডাচ বাংলা ব্যাংকের প্রতিনিধি আসেন এবং তাদেরকে আমার রিসিট গুলো দেখাই এবং বিষয়টি বিস্তারিত বলি। তখন ঐ অঞ্চলের এজেন্ট ব্যাংকিং এর কর্মকর্তা শাহরিয়ার এর দুই জন কর্মচারী এনামুল ও হৃদয়ের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাদের যোগশোজে কাজটি হয়েছে মর্মে বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে সিটি কর্পোরেশনের পরিশোধিত ট্যাক্সের কপি ইনকাম ট্যাক্সসহ অন্যান্য অফিসে জমা দিতে হয়। আমরা যেনো কোনো ভোগান্তিতে না পড়ি সে জন্য ডিএনসিসির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

৪.০০ মোছাঃ খাদিজা খাতুন বন্যা জানান, গত ২২/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ATN RK এর শাওনের মাধ্যমে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট কর্মকর্তা ইনামুলকে ২০১৯-২০২২ পর্যন্ত ৩১,২০০/- টাকা পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে গত ২৮/০৫/২৩ খ্রিঃ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর পরিশোধ করতে গেলে ATN RK এর সানজিদ বাবু (বর্তমানে কর্মরত) বলেন, পূর্বের টাকা জমার কাগজ দেখান। তাকে পূর্বের কাগজ দেখালে তিনি বলেন আপনাদের পূর্বে কোন করের টাকা জমা হয়নি। মোঃ শফিকুর রহমান বলেন, গত ০১/০৩/২০২৩ তারিখে ডাচ বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১,১২,৫৭৬.৭৩ টাকা পরিশোধ করি। গত ১৩/০৭/২০২৩ খ্রিঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ট্যাক্স জমা দিতে এসে দেখা যায় এটি সার্ভারে আপডেট হয়নি। যার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর পরিশোধ করতে পারিনি। তাছাড়া ডাচ বাংলা ব্যাংকের রিসিট কপি নিয়ে ভেরিফাই করার জন্য ATN RK এর অফিসে গেলে বলেন ৩দিন পরে ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যাবে ৩দিন পরে আসেন। অঞ্চল-১, এর ইনভাইরো কেয়ার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানের মালিক জনাব শংকর দয়াল বিশ্বাস জানান তিনি গত ৪/৯/২০২২ তারিখে টাকা জমা দিয়ে ২০২২-২৩ এর ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করেছেন। এর পর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য লাইসেন্স নবায়নের জন্য গেলে তাকে বলা হয় আপনার ২০২২-২৩ এর টাকা বকেয়া রয়েছে।

৫.০০ এ পর্যায়ে অঞ্চল-৬ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব আব্দুল্লাহ আল বাকী বলেন, ডাচ বাংলা ব্যাংকে পেমেন্ট করার পরে সেটা অনলাইনে পেমেন্ট দেখাবে, সেখানে ম্যানুয়ালী পেমেন্ট দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সেটা ম্যানুয়ালী পোস্টিং দেখাচ্ছে। অঞ্চল-২ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব জিয়াউর রহামন বলেন, জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় না আনা হলে এধরণের অনিয়ম আরও বাড়তে থাকবে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৬.০০ অঞ্চল-২ এর কর কর্মকর্তা এ. এফ এম. জোবায়ের ইসলাম বলেন, ব্যাংক এজেন্ট কর্তৃক করদাতাকে হোল্ডিং ট্যাক্সের রশিদ প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে সেই একই লেনদেন-কে সিস্টেমে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটর ম্যানুয়াল আদায় হিসেবে সিস্টেমে পোস্টিং দিয়েছেন। ফলে ডিএনসিসি উক্ত পৌর করের টাকা পাচ্ছে না। অঞ্চল-৪ এর কর কর্মকর্তা, জনাব আবুল কালাম আজাদ বলেন, ল্যাব এইড লিঃ নামের একটি প্রতিষ্ঠান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০,০০০/- টাকা দিয়ে তাদের ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করেছিল। একই ট্রেড লাইসেন্সের ফি এ বছর অর্থাৎ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের দেখাচ্ছে ১২,০০০/- টাকা।

৭.০০ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, পিএসসি, জানান, রেভিনিউ অটোমেশন সিস্টেমে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব। দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৮.০০ ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড হেড জনাব আসলাম আল ফেরদৌস সভাকে জানান, রিসিটটি যেহেতু ম্যানুয়ালী নয় তাই এখানে একাধিক সংস্থার যোগশাযোগ রয়েছে। টেকনিক্যাললি সাপোর্ট/ইনফরমেশন ব্যতীত রিসিট বের করা সম্ভব না। আমরা ইতোমধ্যে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু করেছি। তিনি বলেন, এ ধরণের অনিয়ম আরও কতগুলো হয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করতে কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর অন্য আর একজন প্রতিনিধি জনাব মিজানুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, আমরা বিষয়টি তদন্তের জন্য গিয়েছিলাম এবং ভূয়া রিসিটের সত্যতা পেয়েছি। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ থেকে এভাবে ভূয়া রিসিট বের করা সম্ভব না। তার পরেও এটা কিভাবে হয়েছে তা আমরা অতি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করে দেখবো।

৯.০০ এ পর্যায়ে সভাপতি, টিআইএল এর প্রতিনিধির নিকট জানতে চান যে, পোর্টাল থেকে মেসেজ/ডাটা ডিলেট করার ক্ষমতা কার কার আছে। তৎপ্রেক্ষিতে টিআইএল এর প্রতিনিধি সৈয়দ সোহেল তানভির জানান প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার এবং সুপারভাইজারকে ক্ষমতা দেওয়া আছে। একমাত্র তারাই পোর্টাল থেকে মেসেজ/ডাটা ডিলেট করতে পারে। তিনি টিআইএল এর প্রতিনিধির নিকট আরও জানতে চান, ডাটা এন্ট্রি করার পর পোর্টাল থেকে মেসেজ কেনো ডিলেট করা হলো? এ প্রশ্নের জবাবে টিআইএল এর প্রতিনিধি কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি।

১০.০০ এ পর্যায়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, আ.ন.ম তরিকুল ইসলাম বলেন, রাজস্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে আমার দায়িত্ব ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন আয়ের উৎস থেকে সর্বোচ্চ এবং সঠিক রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, যে কোনো নতুন সিস্টেম/বিষয় চালু করা হলে ২/১ টা সমস্যার উদ্ভব হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সেগুলো আলোচনাপূর্বক সমাধান করে সিস্টেমটাকে Sustainable করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, নতুন সিস্টেম নিয়ে কথা বললে তিনি সিস্টেম বিরোধী হয়ে যাবেন- এটা ঠিক নয়। বরং সেগুলো আলোচনা করে সমাধান করা হলে আজকের এই অবস্থার সৃষ্টি নাও হতে পারতো। তিনি আরও বলেন, বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে অটোমেশন কোনো অপশন নয়, অটোমেশন বাধ্যতামূলক। আর স্মার্ট ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন গঠনে অটোমেশন এর বিকল্প নেই। উদ্ভুত সমস্যা সমাধান করে অটোমেশন কার্যক্রম আরও গতিশীল ও স্মার্ট করাই আমাদের লক্ষ্য ও দায়িত্ব।

১১.০০ এ পর্যায়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সচিব, জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণপূর্বক বলেন, হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় ও ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করণে বিভিন্ন অনিয়মের সাথে যারা জড়িত বা যে যে সংস্থা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা খুবই জরুরী। তিনি আরও বলেন, জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি এই সিস্টেমের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

পৃঃ ২-৬

১২.০০ অত:পর সভাপতি সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন, যে কোনো নতুন সিস্টেম চালু করা হলে কিছু সমস্যা হতেই পারে। এতে সিস্টেমের কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি যারা সিস্টেমটি পরিচালনা করছেন তাদের। আর সেগুলো সমাধান করে সিস্টেমটি আইনানুগভাবে পরিচালনা করাই আমাদের দায়িত্ব। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে ভূয়া/জাল রশিদের ব্যবহার এবং তঞ্চকতার মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুকরণের সাথে প্রকৃত জড়িতদের চিহ্নিতকরণ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড (টিআইএল) এ কর্মরত প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও সুপারভাইজারবৃন্দ যারা সফটওয়্যার থেকে ডাটা মুছে/ডিলেট করার সাথে সম্পৃক্ত তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। আইন কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
২	সকল আঞ্চলিক অফিস থেকে ডাচ বাংলা ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা অনতিবিলম্বে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। ২। স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।
৩	রেভিনিউ অটোমেশন সফটওয়্যারে কোন ত্রুটি আছে কিনা তা চিহ্নিত করণের (প্রয়োজনে ৩য় পার্টির সহায়তা নেওয়াসহ) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, ডিএনসিসি।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ সেলিম রেজা)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং- ৪৬.৭০.০০০০.০২৭.৯৯.৫২.২০২৩-৩২৬

তারিখ: ১০/৬/২০২৩খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের তথ্য প্রযুক্ত উপদেষ্টা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- (সকল) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫। একান্ত সচিব টু মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। বিজ্ঞ আইন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭। স্টাফ অফিসার টু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০। রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১১। কর কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২। সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড হেড, এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশন, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড।
১৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড।
১৪। অফিস কপি।

আ.ন.ম তরিকুল ইসলাম
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
ফোনঃ ০২-৫৫০৫২০৮৮

4|f:\cro tariqul sir\regulation.docx

পৃ: নং ৪